69

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ

বাজারে নোট বইয়ের ছড়াছড়ি

প্রধান প্রতিবেদন

দেশজুড়ে চলছে নোট বইয়ের ছড়াছড়ি। দেশের শিক্ষার মান দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। দেশের চারটি এলাকা ঢাকা, বগুড়া, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম থেকে একটি চক্র লাখ লাখ কপি নোট বই বাজারে ছাড়ছে। ঢাকার বাংলাবাজারে এর বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। বোর্ডের বই বাংলাবাজারের প্রকাশকদের হাত থেকে চলে যাবার পর একটি মহল বিভিন্ন নামে অনেকটা প্রকাশ্যে নোট বইয়ের ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এসব নোট বই তৈরী হয় অন্যান্য দু'চারটে বই কেটে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সূত্র মতে, নোট ব্যবসাই এখন পুস্তক প্রকাশকদের একমাত্র টিকে থাকার অবলম্বন। কারণ দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর কাছে লোভনীয় চটকদার বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন আকর্ষণীয় মলাটে নোট বইগুলো বাজারে ছাড়া হচ্ছে। আবার বিভিন্ন গাইড বই, পকেট গাইড, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা– এসব বাহারী নামের নোট বই বাজারে আসছে। বাংলাবাজারের একসময়কার বোর্ডের বই মুদ্রণ ও প্রকাশনাই ছিল মূল ব্যবসা। সাথে ছিলো বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা– গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও ধর্মীয় পুস্তকাদি। বোর্ডের বই নিয়ে প্রকাশকদের একটি মহল বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয় নিলে সরকার বোর্ড বই প্রকাশের এখতিয়ার বিভিন্ন টেন্ডারদাতাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ফলে প্রকাশকরা ভিন্ন পন্থায় নোট বই প্রকাশ করতে থাকে। নোট বই প্রকাশ ও বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা হলেও প্রকাশ্যে এসব নিম্নমানের নোট-গাইড বাজারে পাওয়া যায়। বাংলাবাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকাশিত নোট বইয়ের সংখ্যা অগুনিত। একেকজন প্রকাশক প্রতিবিষয়ে ৫০-৬০ হাজার বই এক সাথেই বের করে থাকে। মোট নোট প্রকাশনার সংখ্যা একেক বিষয়ে কয়েক লাখ।

কোথায় যায় এসব নোট

ঢাকা, বগুড়া ও নোয়াখালী থেকে পরিচিত যেসব প্রকাশক বাজারে বই ছাড়ছে তার মূল বাজার মফস্বল শহর ও গ্রামগঞ্জ। জানা গেছে, ঢাকার বাজারে নোট বই যতোটা না চলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী চলে মফস্বলে। বিক্রেতা ও প্রকাশকরা তাদের নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে এসব নোট বই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেয়। ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরাও চড়াদামে এসব রঙিন প্রচ্ছদের নিম্নমানের বই বাজার থেকে কিনছে এবং এসব পড়ে পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করছে।

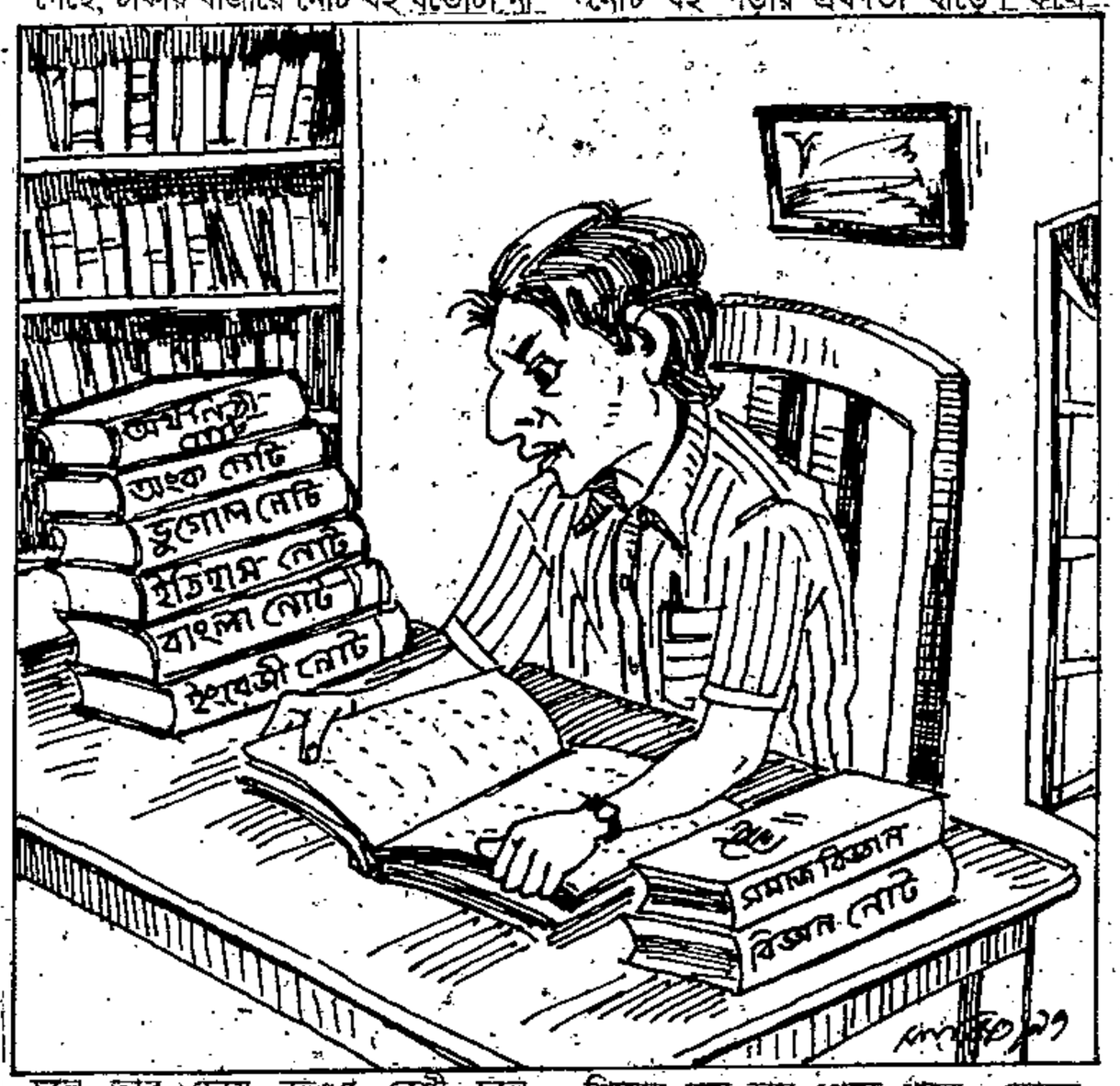

নোট নিষিদ্ধ হলো কেন

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বাজারে নোট বই পাওয়া যায়। বিভিন্ন অধ্যাপক, খ্যাতিমান লেখক, অধ্যক্ষের ভুয়া নামে এসব বই প্রকাশ হতে থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পড়াশোনা না করে শুধু এসব নিম্নমানের নোট বই পড়ার প্রবণতা বাড়ে। ফলে শিক্ষার মান হ্রাস পেতে থাকে। কোনো কোনো প্রকাশক খ্যাতিমান লেখক ও শিক্ষক নিয়ে গাইড পুস্তক বের করলেও নকল বইয়ের ভিড়ে তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বইয়ের সঠিক মান না থাকার কারণেই নোট বই নিষিদ্ধ হয়।

বাজারে বর্তমান অবস্থা

রাজধানী শহরের তুলনায় গ্রামেগঞ্জে এসব বই বেশী বিক্রি হয়। মফস্বলের স্কুলে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। তদুপরি এসব নিম্নমানের বইও সেখানে বেশী বিক্রি হয় বলে জানা যায়। বর্তমান সরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধ করবে– এমন আলোচনা জাতীয় সংসদেও আলোচিত হবার পর বাজারে কিছুটা মন্দাভাব দেখা দেয়। একটি সূত্র মতে, নোট বই নিষিদ্ধ হবার সুযোগে একটি মহল প্রতি বিষয়ের ওপর ২ লাখ ২০ হাজার থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা লগ্নি করে নোট বই প্রকাশ করেছে। এমনও দেখা গেছে, বোর্ডের মূল বই প্রকাশের আগে বোর্ডের একটি চক্রের সাথে যোগসাজশে নিষিদ্ধ নোট প্রকাশকরা মূল পাণ্ডুলিপি বের করে এনে নোট বই ছেপে বাজারে ছাড়ছে। হিসেব অনুযায়ী প্রতিবছর কয়েকশ' কোটি টাকার নোট বই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের বইয়ের কোপানলে পড়ে বিভ্রান্ত হয়।

নোট বইয়ের প্রকাশনা ও কুফল নিয়ে বেশ ক'জন শিক্ষাবিদ এ প্রতিবেদককে জানান, নোট বইয়ের ক্ষতি গোটা শিক্ষা খাতকে ধ্বংস করছে। কবি ফজল শাহাবুদ্দীন জানান, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নোট বই মস্তবড় আঘাত। শক্ত হাতে এসব নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

নোট বই প্রকাশক ও বিক্রেতারা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাথে অলিখিত চুক্তিতে নিষিদ্ধ নোট বই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো প্রকাশক বিভিন্ন স্কুলের কমিটি ও প্রধান শিক্ষককে 'ম্যানেজ' করেও বইয়ের বাজার প্রসার করছে। ফলে প্রকাশিত একটা নোট বইও ফেরত আসে না। এর রমরমা বাজারে অনেকটা মাফিয়া চক্রের মতো বর্তমানে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে। দেশের শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞমহলের মতে, নোট বই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অংকুরেই ধ্বংস করছে।

–হাসান মাহমুদ